৫ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা

বিশ্বকাপ ফুটবলের আভা আরো উজ্জ্বল করেছেন তারা। দাপটের সঙ্গে করেছেন একের পর এক চোখ ধাঁধানো গোল। হয়েছেন আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা। বিশ্বকাপ ফুটবলে এমনই ৫ সর্বোচ্চ গোলদাতার কাহিনী তুলে ধরছেন **জেড এম সাদ**

ব্রাজিলের রোনালদো : ১৯ ম্যাচে ১৫ গোল

রোনালদো লুইস নাজারিও ডি লিমা। কী পাঠক, ভাবছেন ইনি আবার কে? যদি বলা হয়, ভাবুন তো ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে পারফেক্ট স্ট্রাইকার কে? একবাক্যেই সবাই বলে দেবেন রোনালদোর নাম। হ্যাঁ, রোনালদো ব্রাজিলের সেই স্ট্রাইকার, যিনি ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরে সবচেয়ে বেশি গোল করে রেকর্ড বইয়ে নিজের নাম সবার ওপরে লিখে রেখেছেন। তাই ফুটবল বিশ্বে দারুণ পরিচিত 'দ্যা ফেনোমেনন' খ্যাত ব্রাজিলিয়ান এই স্ট্রাইকার। রোনালদোকে বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ স্ট্রাইকার। বিপক্ষ দলের ডি বক্সের আশপাশে শিকারির মতো ওঁৎ পেতে থেকে বল পাওয়ামাত্রই এটিকে বিপক্ষের জাল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার অসাধারণ ক্ষমতাই রোনালদোকে আলাদা করেছে সমসাময়িক খেলোয়াড়দের থেকে। মাত্র ২০ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে জিতেছেন ফিফা বর্ষসেরার খেতাব। জিদান এবং মেসির সঙ্গে মাত্র তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে তিন বা তার অধিকবার জিতেছেন ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের খেতাব। বিরল ফুটবলার হিসেবে খেলেছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনায়। খেলেছেন ইন্টার মিলান এবং এসি মিলানেও। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৯৯৪ সালে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় রোনালদোর। ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপে দলের সঙ্গে গিয়েছিলেনও যুক্তরাষ্ট্রে। কোনো ম্যাচ না খেলেই সেবার বাড়ি ফিরেছিলেন তরুণ রোনালদো। তবে ১৯৯৮-এর ফ্রান্স বিশ্বকাপেই রোনালদো গিয়েছিলেন একজন পরিপূর্ণ

ফুটবলার হিসেবে। ৪টি গোল করেছিলেন, করিয়েছিলেন ৩টি। ব্রাজিলের মোট ১৪ গোলের ৫০ শতাংশেই ছিল রোনালদোর অবদান। অবশ্য ফাইনালে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। পরের বিশ্বকাপে অর্থাৎ ২০০২ বিশ্বকাপে আবার সেই পুরনো রূপে ফিরে আসেন। পুরো আসরে কেবল ইংল্যান্ড ছাড়া বাকি প্রতিটি দলের বিপক্ষেই

গোল করেছেন। সেমিফাইনালে তুরস্কের বিপক্ষে তার একমাত্র গোলেই ফাইনাল নিশ্চিত করে ব্রাজিল। ফাইনালেও রোনালদোর করা ২ গোলেই ২-০-তে ব্রাজিল জিতে নেয় নিজেদের ইতিহাসের পঞ্চম বিশ্বকাপ শিরোপা। ৮ গোল করা রোনালদো জিতে নেন সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল্ডেন শু। দুই বিশ্বকাপে মোট ১২ গোল নিয়ে পেলের সঙ্গে যৌথভাবে হয়ে যান ব্রাজিলিয়ান হিসেবে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা। জার্মানিতে পরের বিশ্বকাপেও খেলেছেন রোনালদো। প্রথম দুই ম্যাচে ব্রাজিল জয় পেলেও কোনো গোল পাননি 'মোস্ট কমপ্লিটেড স্ট্রাইকার'। সমালোচকদের গুঞ্জন-সমালোচনার মধ্যেও কোচ কার্লোস আলবার্তো পেরেরা ঠিকই আস্থা রেখেছেন রোনালদোর ওপর। এই আস্থার প্রতিদান দিতেই যেন তৃতীয় ম্যাচে জাপানের বিপক্ষে করেন ২ গোল। গার্ড মুলারের সঙ্গে যৌথভাবে হয়ে যান বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা। হয়ে যান তিনটি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ২০ গোলদাতার একজন। দ্বিতীয় রাউন্ডে ঘানার বিপক্ষে ম্যাচে ১ গোল করে গার্ড মুলারকে ছাড়িয়ে এককভাবে হয়ে যান বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিল বিদায় না নিলে হয়তো এই রেকর্ডটিকে নিয়ে যেতে পারতেন আরো উচ্চতায়।

জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজ : ১৯ ম্যাচে ১৪ গোল

জার্মানির সর্বকালের সেরা গোল স্কোরার হিসেবে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন এই স্ট্রাইকার। রেকর্ড হচ্ছে অন্যভাবেও। টানা চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপে খেলছেন জার্মানের আক্রমণ ভাগের এ অভিজ্ঞ তারকা। পোলিশ বংশোদ্ভূত এ জার্মান ফুটবলার বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে ৬৯তম আন্তর্জাতিক গোল করে নিজ দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতায় পরিণত হন। বিশ্বকাপের এ প্রস্তুতি ম্যাচটি ছিল জার্মানির হয়ে ক্লোজের ১৩২তম ম্যাচ। যে ম্যাচে গোল করে জার্মান ফুটবল কিংবদন্তি গার্ড মুলারের করা ৬৮ গোলের রেকর্ড ভাঙেন ক্লোজ। ১৯৭৪ বিশ্বকাপ ফাইনালে মুলারের গোলেই শিরোপা ঘরে তোলে পশ্চিম জার্মানি। জার্মান বিশ্বকাপ তারকা মুলার প্রকৃত অর্থেই ছিলেন গোলমেশিন। জাতীয় দলের হয়ে মাত্র ৬২ ম্যাচ খেলে ৬৮ গোল করেছিলেন তিনি! একই পথে হাঁটছেন ক্লোজও। ম্যাচের সংখ্যা বেশি হলেও লক্ষ্যটা গোলমেশিন হওয়ারই। শুধু নিজ দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়াই লক্ষ্য নয় ক্লোজের, বিশ্বকাপেও সর্বকালের সেরা গোলদাতা হতে চান জার্মান এ স্ট্রাইকার। বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়াটা অবশ্য ক্লোজের জন্য সময়ের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ আসরে ১৪টি গোল করেছেন তিনি। তার চেয়ে মাত্র এক গোল বেশি নিয়ে বিশ্বকাপে সর্বকালের সেরা গোলদাতার আসনে রয়েছেন অনসর নেয়া ব্রাজিলীয় তারকা রোনালদো। ২০০১ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর থেকেই প্রতিটি বিশ্বকাপেই ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়েছেন ক্লোজ। ২০০২ সালে ৫ গোলের পর জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ২০০৬ বিশ্বকাপেও একই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করে দেখান তিনি। অন্যদিকে চারটি গোল পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ২০১০ সালের বিশ্বকাপে। অবশ্য ল্যাজিওর হয়ে গত মওসুমটা খুব ভালো কাটেনি ক্লোজের। ইতালীয় ক্লাবটির হয়ে ২২ ম্যাচে পেয়েছেন মাত্র ৭ গোল। চোটের কারণে ফিটনেস সমস্যা থাকলেও বিশ্বকাপ শেষেই অবসর নেয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন ক্লোজ। জার্মানির পত্রিকা বিল্ডকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এ মুহূর্তে আমার

মনে হচ্ছে ২০১৫ সালই আমার ক্যারিয়ারের শেষ বছর। কিন্তু সেটা আমার ফিটনেস ও চোট সমস্যার ওপর নির্ভর করবে।' এদিকে ফিটনেস সমস্যা থাকলেও বিশ্বকাপ দলে ঠাঁই পেতে ক্লোজের সমস্যা হয়নি তার প্রতি কোচ জোয়াকিম লো-র আস্থা থাকায়। ওজিল, সোয়েনস্টাইগার, পোডলস্কি থাকা সত্ত্বেও জার্মান কোচ জোয়াকিম লো-র ভরসা এখনো পঁয়ত্রিশ বছরের ক্লোজে। কেন? তার প্রমাণ নিজেই আরো একবার দিলেন ক্লোজ। আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে গোল করে এখন জার্মানির ফুটবল ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্কোরারের শিরোপা ছিনিয়ে নিলেন লাজ্জিও-র এই স্ট্রাইকার। পঁয়ত্রিশ বছরেও জার্মানির জার্সি গায়ে ক্লোজ এখনো বয়সে অনেক ছোট পোডলস্কি, মুলারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন– তার একটা ট্রেলার দেখালেন প্রস্তুতিতেই। আর এবার লক্ষ্য, বিশ্বকাপের ইতিহাসে টপ স্কোরারের খেতাব ছিনিয়ে নেয়া। তার জন্য দরকার আর মাত্র ২টি গোল। সামনে শুধুই ব্রাজিলের রোনালদোর ১৫ গোল।

জার্মান কিংবদন্তি গার্ড মুলার : ১৩ ম্যাচে ১৪ গোল

'ডার বম্বার'খ্যাত গার্ড মুলারকে পরিচয় করিয়ে দিতে একটি নামই যথেষ্ট। এই জার্মান ফরোয়ার্ড আক্রমণই শুধু করতেন না, গুঁড়িয়ে দিতেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্স ও আত্মবিশ্বাস। সত্তরের দশকে অ্যাটাকিং থার্ডে তার সমতুল্য ছিলেন না কেউই। আদর্শ

স্ট্রাইকারের উচ্চতা ছিল না তার। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি জার্মানদের তুলনায় খর্বকায় হলেও মুলার হয়ে উঠেছিলেন সবার সেরা জার্মান গোলস্কোরার। কম উচ্চতার কারণে তার ছিল ক্ষিপ্রগতি আর অনবদ্য ড্রিবলিং। দুটি বিশ্বকাপ খেলেছেন মুলার। ১৯৭০ বিশ্বকাপে যখন নামেন পশ্চিম জার্মানির হয়ে, ততদিনে তিনি ব্যালন ডি'অর জয়ী। মেক্সিকোর সেই আসরে মুলার করেন ১০ গোল। শেষ চার থেকে পশ্চিম জার্মানি ছিটকে পড়ায় ফাইনাল খেলা হয়নি তার। পরের আসরে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের নেতৃত্বে বিশ্বজয় করে জার্মানি। আর কাইজারের মূল অস্ত্র ছিলেন এই বায়ার্ন মিউনিখ ফ্রন্টম্যান। ফাইনালে তার প্রতিদানও দিয়েছিলেন। করেছিলেন ১টি গোল। '৭৪-এ চার গোলসহ বিশ্বকাপে তার পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ১৩ ম্যাচে ১৪ গোল। এই কীর্তি অটুট ছিল ৩২ বছর। ২০০৬-এ রোনালদো ভাঙেন এই মহান জার্মানের রেকর্ড। গোল করায় পুরো ক্যারিয়ারেই সব সময় ছিলেন সবার চেয়ে এগিয়ে। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ১৫ মওসুমে গোল করেছিলেন সাড়ে তিনশরও বেশি। জার্মানির হয়ে ৬২ ম্যাচে ৬৮ গোল।

ফ্রান্সের জাস্ট ফন্টেইন : ৬ ম্যাচে ১৩ গোল

এই তালিকায় চতুর্থ স্থানে আছেন ফরাসি স্ট্রাইকার জাস্ট ফন্টেইন। তালিকায় চতুর্থ হলেও একদিক থেকে তিনি এখনো সবার ওপরে। সেটি হলো এক আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসন। ক্যারিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপেই ফন্টেইন ১৩ গোল করেছিলেন। ম্যাচ খেলেছেন মাত্র ৬টি। ১৯৫৮ বিশ্বকাপ সুইডেনে শুরু হয়েছিল পুরোপুরি অন্ধকারে ঢাকা ভবিষ্যৎ সঙ্গে নিয়ে। চ্যাম্পিয়ন কে হবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কারো জানা ছিল না। প্রমাণ মিলল ফরাসিরা মাঠে নামতেই। মরক্কোতে জন্ম নেয়া ২৪ বছরের এক তরুণ ফরাসি ফুটবলারের দেখা পেল বিশ্ব। তিনি জাস্ট ফন্টেইন। এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোল করার গৌরব নিয়ে আজো ফুটবলভক্তদের হৃদয়ে আসন দখল করে আছেন ফন্টেইন। ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরে নামার আগে মাত্র ৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন জাস্ট ফন্টেইন। ফরাসি ক্লাব স্ট্যাড দ্যা রেইমসে খেলতেন তখন। ফ্রান্সের ক্লাব ফুটবলে মোটামুটি নাম-ডাক ছিল তাদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের রাজত্বই চলছিল ফরাসি ফুটবলে। বড় তারকাদের ভিড়ে এক তরুণ ফুটবলারকে নিয়ে তেমন একটা মাতামাতি না থাকলেও ফন্টেইনকে অনেকেই একজন প্রতিশ্রুতিশীল তারকা হিসেবে দেখছিলেন। ফুটবল সমালোচকদের ধারণা ছিল এবারে না হলেও ভবিষ্যতে এ ছেলে ভালো করবেই। কিন্তু কে জানত হাঙ্গেরির স্যান্ডর ককসিসের রেকর্ডটা চার বছরের ব্যবধানেই ভেঙে দেয়ার জন্য এই তরুণের আগমন ঘটবে! ১৯৫৪ বিশ্বকাপে স্যান্ডর ককসিস ১১ গোল করেছিলেন। তখন পর্যন্ত ওটাই ছিল এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড। ফন্টেইন মাঠে নামলেন ৮ জুন প্যারাগুয়ের বিপক্ষে। নরকোপিংয়ের ইদ্রোতস্পার্কেন মাঠে হ্যাটট্রিক করলেন তিনি। প্যারাগুয়েকে ৭-৩ গোলে পরাজিত করল ফ্রান্স। দ্বিতীয় ম্যাচে যুগোস্লাভিয়ার কাছে হারলেও ফন্টেইন ২ গোল করে ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে স্কটিশদের সঙ্গেও করলেন এক গোল। কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে পাত্তাই দিলেন না ফন্টেইন। ২ গোল করলেন নিজে। সেমিফাইনালে 'পঞ্চ পাণ্ডবে'র ব্রাজিলের মুখোমুখি হলো ফ্রান্স। ফন্টেইন একটা গোল করলেও ফ্রান্স হারল

৫-২ ব্যবধানে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আরো চারটা গোল করলেন ফন্টেইন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে দুটি করে হ্যাটট্রিক করার গৌরব আছে। তিনি ছাড়া স্যান্ডর ককসিস (হাঙ্গেরি-১৯৫৪), গার্ড মুলার (জার্মানি-১৯৭০) ও গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতার (আর্জেন্টিনা-১৯৯৪ ও ১৯৯৮)। জাস্ট ফন্টেইন বিশ্বকাপের ইতিহাসে কিংবদন্তি। আধুনিক ফুটবলে ফন্টেইনের কাছাকাছি পৌঁছাও দুষ্কর। তবে বিশ্বকাপের এই কিংবদন্তি এখনো প্রাপ্য সম্মানটা পাননি। গোল্ডেন বুটের পুরস্কার সে সময় ছিলই না। ১৯৮২ সাল থেকে সর্বোচ্চ গোল স্কোরারের পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। ফিফা অবশ্য জাস্ট ফন্টেইনের জন্য একটা গোল্ডেন বুট প্রস্তুত করার ঘোষণা দিয়েছে। ১১ জুন সাও পাওলো কংগ্রেসে ফিফা ৮০ বছরের ফন্টেইনকে 'গোল্ডেন বুট' দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অবশেষে স্বীকৃতিটা পাচ্ছেন বিশ্বকাপের কিংবদন্তি!

কালো মানিক পেলে : ১৪ ম্যাচে ১২ গোল

১৯৫৮ সালের ২৯ জুন ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা দিন। সুইডেনের রাজাভা স্টেডিয়ামে ষষ্ঠ বিশ্বকাপের ফাইনালে স্বাগতিকদের হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করেছিল স্যালেকাওরা। গারিঞ্চা-ডিডা-ভাভা-ডিডিদের সঙ্গে বিশ্বফুটবলে আবির্ভাব ঘটে এডসন অ্যারান্তিস ডো নাসিমেন্তো পেলে নামের এক বিস্ময়বালকের! প্রথম আবির্ভাবেই বিশ্বজয়ের স্বাদ লাভ করেন পরবর্তী সময়ের 'ফুটবলের রাজা' এবং 'কালো মানিক' নামে পরিচিত ১৭ বছরের পেলে। ফুটবলের দেশ ব্রাজিলের এক গরিব মা-বাবার পরিবারে জন্ম নেয়া কালো ছেলেটির জীবনের গল্প অদ্ভুত রোমাঞ্চকর। ফুটবলে সহজাত প্রতিভা তো ছিলই, ব্রাজিলের আর দশটা সাধারণ ছেলের মতোই গলির ফুটবল ছিল তারও অবসরের সঙ্গী। সত্যিকারের ফুটবল কেনার টাকা ছিল না বলে মোজার ভেতরে খবরের কাগজ ঠেসে বানানো ফুটবলে চলত তার অনুশীলন। গলির ফুটবলেই পেলের প্রতিভা ফুটে ওঠে। এই প্রতিভা একদিন চোখে পড়ে স্যান্টোসের গ্রেট ওয়ালডেমার ডি ব্রিটোর। জীবনের মোড় ঘোরা শুরু। সে সময় পেলের বয়স ছিল ১৫ বছর। ব্রিটো পেলেকে গলি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন স্যান্টোস ক্লাবে এবং অন্তর্ভুক্ত করেন স্যান্টোসের 'বি' টিমে। এখানেও সহজাত প্রতিভা দেখিয়ে এক বছরের মধ্যেই স্যান্টোসের মূল দলে নিজের জায়গা করে নেন পেলে। পেলে যখন স্যান্টোসের মূল দলে যোগ দেন তখন তার বয়স ১৬ বছর। সেবার ব্রাজিলের পেশাদার ফুটবল লিগে স্যান্টোসের হয়ে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কারটি অর্জন করেন। ব্রাজিলের হয়ে পেলের আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু হয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। সময়টা ছিল ১৯৫৭ সালের ৭ জুলাই। সেই ম্যাচে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার কাছে ২-১ গোলের ব্যবধানে হেরে গেলেও প্রথম ম্যাচেই বিশ্বরেকর্ডটি করতে ভুল করেনটি পেলে। ১৬ বছর ৯ মাস বয়সে গোল করে অর্জন করেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ড। ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে পেলের অভিষেক ঘটে। ম্যাচটি ছিল ১৯৫৮ বিশ্বকাপের তৃতীয় খেলা। প্রথম রাউন্ডের খেলায় পেলে গোল করতে না পারলেও অন্তিম মুহূর্তে এসে পেলে ঠিকই জ্বলে ওঠেন। কোয়ার্টার ফাইনালের ওই ম্যাচে ওয়েলসের বিপক্ষে পেলের করা গোলে ব্রাজিল সেমিফাইনালের টিকেট নিশ্চিত করে এবং পরে ব্রাজিল স্বাদ পায় প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের। ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে জোড়া গোল করে ব্রাজিলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক বনে যান ১৭ বছর বয়সী পেলে। এভাবে একে একে ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৭০-এর বিশ্বকাপে খেলেন পেলে। এর মধ্যে তিনবার (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০) বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব অর্জন করেন তিনি। ১৯৬৬ সালের যে বিশ্বকাপ ব্রাজিল জিততে পারেনি, সেই বিশ্বকাপেও প্রথম খেলায় বুলগেরিয়ার বিপক্ষে খেলা ম্যাচে পেলে গুরুতর আহত হন। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা দলটির সদস্য হিসেবে পেলে জেতেন তার তৃতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা। জুলে রিমে ট্রফিকে নিজের করে নেয়ার পথে ব্রাজিলের সব সাফল্যের সঙ্গী পেলে ছাড়া বিশ্বের আর কোনো ফুটবলারেরই নেই তিনটি বিশ্বকাপ জয়ের সাফল্য। ক্যারিয়ারের ১৩৬৩ ম্যাচে পেলে গোল করেছেন ১২৮৩টি। ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে ভাস্কো-দা-গামা ক্লাবের বিপক্ষে ব্রাজিলিয়ান লিগের এক ম্যাচে নিজের হাজারতম গোলে উৎসবে মেতেছিল পুরো ব্রাজিল। কোনো একক খেলোয়াড়ের গোল করার ব্যাপারে এটিই ছিল বিশ্বরেকর্ড। ■